ভূমিকা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

> আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের ঘরগুলোর মাঝে ফিতনা এমনভাবে পতিত হবে, যেমন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে।[১]

عن كعب رضي الله عنه قال: أَظْلَمَتْكُمْ فِتْنَةٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ.

> হজরত কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের ওপর এমন একটি অন্ধকারময় ফিতনা নেমে আসবে, যা হবে রাতের ঘোর অন্ধকারের মতো। মুসলমানদের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যত ঘর রয়েছে, এমন কোনো ঘর বাকি থাকবে না, যেখানে এই ফিতনা প্রবেশ করবে না।[২]

যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কলবে সালিম, বিশুদ্ধ অন্তর এবং দীনের সঠিক বুঝ দান করেছেন, তারা এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না, বর্তমান পরিস্থিতি এ কথারই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, সামনে এমন সব ফিতনার আগমন ঘটবে, যেগুলো হবে নিরব-নিঃশব্দ, বধির, নিগুঢ় অন্ধকারময়। এসব ফিতনা এমনভাবে আঘাত হানবে, যা মাটির ওপর টেনে হিঁচড়ে চামড়াকে ক্ষতবিক্ষত করার মতো, চুলকে মুঠো করে ধরে টেনে ছেঁড়ার মতো, কিংবা রুটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সারিদ বা স্যুপে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো। এই ফিতনাগুলোর ধাক্কা এতটাই তীব্র ও জোরালো হবে, যা সহ্য করা মানুষের পক্ষে দুরূহ ও কঠিন হয়ে পড়বে।

---

১. সহিহ বুখারি, ৫১৩৫; সহিহ মুসলিম, ২৮৮৫

২. আল-ফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, ১/২৫৪, ৭১৪

এই ফিতনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় ফিতনা, যে বিষয়ে প্রত্যেক নবি নিজ উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন, তা হলো—দাজ্জালে আকবরের ফিতনা। এই ফিতনাকে দুনিয়ার সমস্ত ছোট-বড় ফিতনার মূল উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ছোট-বড় ফিতনা সংঘটিত হয়েছে, সবই দাজ্জালের ফিতনার কারণে সংঘটিত হয়েছে।[৩]

অন্য এক হাদিসে এসেছে,

لَيْسَ مِنْ فِتْنَةٍ صَغِيرَةٍ، وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا تَضَعُ لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَةٍ مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْهَا.

পৃথিবীতে কোনো ছোট কিংবা বড় যত ফিতনা আছে, সব দাজ্জালের ফিতনার কারণে হয়। যে ব্যক্তি এসব পূর্ববর্তী ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকেও রক্ষা পাবে।[৪]

অর্থাৎ, ফিতনা ছোট হোক কিংবা যত বড় হোক, সবকিছুই শেষ পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার সাথে গিয়ে মিলে যায়। সুতরাং, যে ব্যক্তি দাজ্জালের আগের ফিতনাগুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে, সে দাজ্জালের চূড়ান্ত ফিতনা থেকেও নিরাপদ থাকবে।[৫]

এই ভয়াবহ ও দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতার চেয়েও অধিক দুঃখজনক বিষয় হলো, শেষনবির উম্মতই আজ সবচেয়ে বিভ্রান্ত এবং অজানা পথে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আজ দুনিয়ার জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে আলো ভিক্ষা চাচ্ছে অথচ তাদের নিজেদের মধ্যেই ছিল আল্লাহপ্রদত্ত আলোর খনি। সময়ের সাথে সাথে এ ফিতনাগুলোর গতি ও তেজ ত্বরান্বিত হচ্ছে, যা আমরা নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৩. মুসনাদ আহমাদ, ৫/২৮৯ হাদিস, ২৩৩৫২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১/২৩৫; বর্ণনাকারী সকলেই সহিহ।

৪. মুসনাদুল বাজ্জার, ১/২৩২, হাদিস: ২৮০৭; বর্ণনাকারী সকলেই সহিহ।

৫. তেসরি আলমি জঙ্গ আওর দাজ্জাল' এর সত্রে আল আহাদিস ফিল ফিতান ওয়াল হাওয়াদিস, ১/ ২৫৬

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ

তবে কী তারা কেবল কিয়ামতের প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তা হঠাৎ করেই তাদের ওপর আপতিত হবে? (যদি সেই অপেক্ষায়ই থাকে) তবে তার বহু নিদর্শন তো ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুতরাং যখন তা তাদের সামনে এসেই পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে কোথায়?[৬]

হাদিসে এসেছে,

خُرُوجُ الآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ، يَتَتَابَعْنَ كَمَا تَتَتَابَعُ الْخَرَزُ فِي النِّظَامِ.

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ একটির পর একটি প্রকাশিত হবে, যেমন মাণিক্যমালা ছিঁড়ে গেলে দানা একটার পর একটা পড়তে থাকে।[৭]

এমন পরিস্থিতিতে মানুষের করণীয় হলো, পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্তমান অবস্থা এবং আগত ফিতনা ও বিপদাপদের ব্যাপারে গভীর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা। আমাদের উচিত হলো বিদ্যমান বৈশ্বিক অবস্থার পরিবর্তনকে যথাযথভাবে বুঝে দীনি দৃষ্টিকোণ থেকে তা মূল্যায়ন করা এবং আগত ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে মুসলিম উম্মাহর কী করণীয়, তা নির্ধারণ করা। যেন আমরা নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যকার চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের মুহূর্তে বিজয়ী হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে সফলভাবে মুক্তির পথে পৌঁছে দিতে পারি।

এসব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এ গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে নেন, এতে বরকত দান করেন। আমিন!

---

৬. সুরা মুহাম্মাদ, ১৮

৭. তাবারানি আল আওসাত, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭/৩৩১

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

ইবলিস বলল, আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন।

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

আল্লাহ বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ

সে বলল, যেহেতু আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে ওঁত পেতে বসে থাকব।

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَ لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

তারপর আমি অবশ্যই তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব — তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে এবং বাম থেকে, আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ

আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে অপমানিত ও ধিকৃত হয়ে বের হয়ে যাও! তোমার অনুসরণকারীদের মধ্য থেকে যারা থাকবে, আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব।

অনুবাদকের কথা

মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই ফিতনা ছিল, আছে, থাকবে। তবে যুগে যুগে ফিতনার ধরন ও মাত্রা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যুগে যুগে শেষনবির উম্মত নানা ফিতনার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু আজকের যুগে এই ফিতনাগুলো বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফিতনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি ফিতনাকে মানুষ নিজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অংশ বানিয়ে নিয়েছে।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ হলো পরীক্ষা, বিভ্রান্তি, বিপদ ও প্রলোভন, ইত্যাদি। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা বহুবার ফিতনার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ ব্যাপারে আগাম সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

আজ চারদিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণীগুলো আমাদের চোখের সামনেই বাস্তব রূপ নিচ্ছে। ফলে ফিতনার প্রলয়ঙ্কারী ঝড় সবখানেই ছেয়ে গেছে। এটা আমাদের চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, অর্থনীতি-রাজনীতি, সবকিছুকেই গ্রাস করে নিচ্ছে। ঠিক এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে আগেই সতর্ক করে গিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا.
>
> তোমরা ঘোর অন্ধকার রাতের ন্যায় আসন্ন ফিতনার আগেই আমলের দিকে অগ্রসর হও। এমন এক সময় আসবে, যখন একজন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে, অথবা সন্ধ্যায়

মুমিন থাকবে আর সকালে কাফের হয়ে যাবে। সে তার দীন বিক্রি করবে সামান্য দুনিয়ার লোভে।

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّهُ سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي.

নিশ্চয়ই ফিতনা আসবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, আর হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে।

বর্তমান বিশ্বে ফিতনার অসংখ্য ধরন রয়েছে। কোথাও ধর্মের নামে বিভিন ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে, কোথাও বাক স্বাধীনতার নামে নাস্তিক্যবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, কোথাও আবার আধুনিক সভ্যতার আড়ালে মুসলিম উম্মাহর অন্তর ও আকিদা ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিবারেলিজম, নারীবাদ, বস্তুবাদ, ইত্যাদি শিরোনামে যে মতবাদগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো বাস্তবে ইসলামকে ধ্বংস করারই কৌশল। এগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, মূর্খ ও সাধারণ লোকেরা এগুলোকে উন্নতি, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মানদণ্ড ভেবে নিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো মুসলমানকে রব থেকে বিচ্ছিন্ন করার শয়তানি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধুনিক ফিতনার আরেকটি বড় দিক হলো, তথ্য ও প্রযুক্তির অপব্যবহার। স্যাটেলাইট, টেলিভিশন, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট একদিকে যেমন মানবজীবনকে সহজ করেছে, অন্যদিকে ভয়াবহভাবে ধ্বংস করছে মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র ও পারিবারিক বন্ধন। আজ মুসলিম যুবসমাজের বড় একটা অংশ সিনেমা, গান, গেমস, ফেসবুক-টিকটকের দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে। সময়ের অপচয় করছে, গুনাহের সমুদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছে, আর অজান্তেই নিজের অন্তরে থাকা ঈমানের নিভু নিভু আলোটাও নিভিয়ে ফেলছে। এটা এমন এক ফিতনা, যা শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, গোটা সমাজকে একেবারে গোড়া থেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ফিতনার আগ্রাসন প্রবলভাবে আঘাত হেনেছে। মুসলিম দেশগুলোতে আজ ইসলামি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে পশ্চিমা সেক্যুলার, লিবারেল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উম্মাহর মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে জাতি, ভাষা ও ভূখণ্ডের ভিত্তিতে বিভক্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এবং

এর শাসকগোষ্ঠী কুফফার ও শত্রুদের পুতুল হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আধুনিক দুনিয়ার প্রতিটি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছে মুসলিম সমাজকে দুর্বল করার জন্য। অথচ অধিকাংশ মুসলিম এ ব্যাপারে উদাসীন, কেউ কেউ তো শত্রুর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে!

এসব ফিতনার মাঝে একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করা, সমাজকে সঠিক পথে ডাকা এবং সর্বোপরি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে জীবন পরিচালনা করা। বস্তুত মুক্তির পথ একটাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত সরল ও সঠিক পথ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।[৮]

কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শুধু সতর্কই করেননি, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুগের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়ও আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللّٰه وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

> আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবির সুন্নাহ।

এই বইয়ে লেখক কিয়ামতের নিকটবর্তী এবং সমকালীন ফিতনার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। চিন্তাগত ফিতনা, আকিদা-মানহাজের ফিতনা, প্রযুক্তির ফিতনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফিতনা ইত্যাদি। একইসাথে এতে আলোচিত হয়েছে মজলুম ও অসহায় মুসলিম উম্মাহ কীভাবে হারানো সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে পারে এবং কোন পথে একজন মুসলিম ফিতনার যুগে বিভ্রান্তির ঝড় থেকে মুক্ত থাকতে পারে, কীভাবে সে নিজের ঈমানকে মজবুত রাখতে পারে, এবং কীভাবে পরিবার-সমাজকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে, ইত্যাদি।

---

৮. সুরা তাহরিম, ৬

ফিতনা সংক্রান্ত আলোচনা বা গ্রন্থে সাধারণত এমন অনেক বিষয় থাকে, যা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে; বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও লেখক এমন আলোচনা এনেছেন যা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত নয়, আবার একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়। মূলত সতর্কতা অবলম্বন করা এবং নিজেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এসব আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা পাঠককে নিকটস্থ আলেমদের সাথে পরামর্শ করতে উৎসাহিত করছি।

পাঠকের নজরে কোনো ভুল বা অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার আহ্বান থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সামান্য প্রয়াসকে কবুল করুন, আমাদের অন্তরকে ফিতনার অন্ধকার থেকে রক্ষা করুন এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন!

ইমতিয়াজ মাহমুদ
১০ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭ হিজরী
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ও একটি বিশ্লেষণ	২৩
প্রথম সমস্যা : যোগ্য নেতৃত্বের অভাব	২৩
শাসকশ্রেণি	২৩
উলামায়ে কেরাম	২৫
আধুনিক জ্ঞন-বিজ্ঞানের ধারকবাহক	২৬
দ্বিতীয় সমস্যা : ইসলামি শাসনব্যবস্থার পতন	২৭
শাসনব্যবস্থা	২৮
মসজিদ	২৮
সমাজ	২৮
পরিবার	২৮
সাধারণ মুসলমানদের পরীক্ষা ও বালা-মুসিবত	২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংঘাতের দুটি পক্ষ	৩২
প্রথম পক্ষ	৩৩
দ্বিতীয় পক্ষ	৩৩
ইবলিসের কার্যক্রম ও ভূমিকা	৩৪
দাজ্জাল : কার্যক্রম ও ভূমিকা	৩৯
দাজ্জালের বর্তমান অবস্থান	৪০

ইবলিস ও ইহুদিদের দুটি বড় বিপদ ৪১
তাদের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ৪৩
মহাকাশ অভিযানের নামে ঈসা আলাইহিস সালামকে অনুসন্ধান ৪৪
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে খলিফা মাহদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমন রোধ ৪৪
মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া ৪৮
রহমানি শক্তির মোকাবিলায় ভয়ংকর শক্তি সঞ্চয় ৫১
অজেয় শক্তি অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

লক্ষ্য অর্জনের অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ৬৯
আল্লাহর বিধান বাতিল করে ইবলিসি এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী শাসকদের ফিতনা ৭১
ইসলামি ব্যাংকিং-এর নামে সুদি ব্যবস্থা চালুর ফিতনা ৮২
মুসলিম উম্মাহ ও বনি ইসরাইলের মিল ৮২
দাজ্জালি শিক্ষাব্যবস্থার ফিতনা ৮৫
পশ্চিমা শিক্ষা দ্বারা মুসলিম মানসিকতার ধ্বংস ৮৫
নফসের গোলাম কথিত বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদদের ফিতনা ৮৬
দাজ্জালি মিডিয়া প্রতিষ্ঠা ৮৯
ফেরাউনি কৌশলের আধুনিক রূপ ৯০
এন্টারটেইনমেন্ট ৯১
খবরের নামে প্রোপাগান্ডা তৈরি করা ৯৪

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ ৯৯
কিয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহের আলোচনা ৯৯
কিয়ামতের ছোট ছোট নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিদর্শন ১০১
কিয়ামতের বড় বড় নিদর্শনসমূহের আলোচনা ১০১
খলিফা মাহদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর আবির্ভাব ১০২
খলিফা মাহদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম ও বংশ ১০২
খলিফা মাহদির শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত ১০৩

খলিফা মাহদির আগমনকালে উম্মতের অবস্থা ১০৪
খলিফা মাহদির খেলাফতকাল ও ইনতেকাল ১০৪
খলিফা মাহদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আহলে সুন্নাহর আকিদা ১০৬
মাহদি দাবিদাররা কী প্রতিশ্রুত মাহদি ১০৬
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ১০৭
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ কখন হবে ১০৯
ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণ ১০৯
শরিয়তে মুহাম্মাদির অনুসরণ ১১১
হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম শরিয়তে মুহাম্মাদির ইলম
হাসিল করবেন কীভাবে ১১২
হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও খলিফা মাহদি কী একই ব্যক্তি ১১২
ইয়াজুজ ও মাজুজের আত্মপ্রকাশ ১১৩
ধোঁয়ার প্রকাশ ১১৪
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ১১৫
নাস্তিকদের সংশয় ও সূক্ষ্ম জবাব ১১৬
দাব্বাতুল আরদ ১১৮
ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া ১১৯
হাবশিদের বিজয় ১১৯
অগ্নিশিখা বের হওয়া ১২০

পঞ্চম অধ্যায়

নাজাতের পথ ১২২
ফিতনাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ১২২
আল্লাহর দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা ১২৪
ঈমান ও দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ১২৪
শেষ জামানায় শাসকদের বিপর্যয় সৃষ্টি ও তা থেকে বাঁচার উপায় ১২৫
হালাল উপার্জন, পবিত্র খাদ্য ও ঔষধ গ্রহণ করা ১২৫
ইহুদিদের অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত ও বিষাক্ত খাদ্য-ওষুধের মাধ্যমে ধ্বংস ১২৫
জেনেটিক ও কৃত্রিম উৎপাদন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা ১২৬
বিক্রেতাদের সঙ্গে দাওয়াতি ও প্রতিরোধমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা ১২৬
স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন খাদ্য গ্রহণ ১২৭
হাই-টেক বীজ ও হাইব্রিড জাত ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কবার্তা ১২৭

করণীয়, খাদ্যাভ্যাস ও পরামর্শ ১২৭
টিকা, ড্রপ ও ওষুধ বিষয়ে করণীয় ১২৮
স্বাদ, গন্ধ ও সংরক্ষিত খাদ্য নিয়ে সতর্কতা ১২৮
চিকিৎসাপদ্ধতির ব্যাপারে সচেতনতা ১২৯
আগত কঠিন সময়ের জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ ১৩০
মুসলিম নারীদের যেসব বিষয়ে ভাবা উচিত ১৩১
নারীর প্রকৃত দায়িত্ব ১৩২
নারীদের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা প্রসারিত হবে ১৩৩
মসজিদসমূহকে মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ১৩৩
কিয়ামতের পূর্ব আলামত ও মসজিদের বাহ্যিকতা ১৩৬
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকে পুনরুজ্জীবিত করা ১৩৬
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ১৪০
হিজরত ফি সাবিলিল্লাহ ১৪১
ফিতনা থেকে পালিয়ে দীন রক্ষা করার ফজিলত ১৪১
আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কারা ১৪১
দাজ্জালের হাতে নিহতদের মর্যাদা ১৪৩
ইসলামি শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১৪৩
কুফরি শাসনের পরিণতি ১৪৩
আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে জীবন্ত করে তোলা ১৫০
আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর ব্যাপক প্রসার ১৫২
ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ১৫৪
বুশের ঘোষণা : তোমরা আমাদের সঙ্গে না-কি আমাদের শত্রুদের সঙ্গে ১৫৪
দাজ্জালি মিডিয়ার জাদু থেকে নিজেকে রক্ষা করা ১৫৬
মিডিয়া থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা ১৫৬
আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমানো ১৫৬
দাজ্জালি মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার জবাব দেওয়া ১৫৬
দাজ্জালি চক্রান্তের মুখে একমাত্র আশ্রয় : আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ১৫৭
ফুরকান : হৃদয়ের আসমানি স্ক্রিন ১৫৭
দাজ্জালের পূর্ববর্তী প্রধান ফিতনা : মিডিয়া ১৫৮
যে দাজ্জালের কথা শুনবে, সে তার ফিতনায় পড়বে ১৫৮
দীনের ওপর অটল থাকা ১৫৮
এ বিভ্রান্তির চূড়ান্ত রূপ ১৫৯

জান্নাত ও জাহান্নামের ধোঁকা ১৫৯
খাদ্য ও পানির প্রাচুর্য ১৫৯
প্রাণবন্ত ও অভিশপ্ত ১৬০
সুন্নত পুনর্জীবিত করা ১৬২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত ও দুআ ১৭৩

পরিশিষ্ট

নাজাতের পথ ১৭৭

একটি জরুরি মাসআলা

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা কুফর কি- না ১৭৯
মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করার বিধান ১৭৯
ফিকহ ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে কয়েকটি দলিল ১৮০
তাফসিরগ্রন্থ থেকে কিছু দলিল ১৯১
মুসলিম গুপ্তচরের বিধান ও ফিকহে হানাফি ১৯৭
গুপ্তচরবৃত্তির বিভিন্ন ধরন ১৯৮
গুপ্তচর মুসলিম হলে তার বিধান এবং চার মাযহাব ১৯৮
যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের হত্যার বিধান কী ১৯৯
যুদ্ধের সময় যারা কাফেরদের কাতারে গিয়ে দাঁড়াবে,
তাদের বিধান কী ২০৪
ইতিহাস থেকে ২০৮

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ও একটি বিশ্লেষণ

খাতামুল আম্বিয়া হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক আগমনের কারণে এই উম্মত শেষ উম্মত এবং মধ্যপন্থি উম্মত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। এটাই সেই কারণ, যার জন্য এই উম্মত ইবলিস এবং তার সমস্ত সহযোগী ও বাহিনীর হামলার একমাত্র লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, বাহ্যিকভাবে ইবলিস ও তার বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণ এবং উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া দুর্বলতা ও উদাসীনতার ফলে এই উম্মত ক্রমশই ভেঙে পড়ছে।

উম্মতের এই সংকট আজ এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, যা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। ফলে বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ দুটি জটিল ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন।

প্রথম সমস্যা : যোগ্য নেতৃত্বের অভাব

আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে শুরু করে আঞ্চলিক পর্যায় পর্যন্ত এই উম্মত যোগ্য নেতৃত্বের শূন্যতায় ভুগছে। তবে কিছু লোককে আল্লাহ ব্যতিক্রম রেখেছেন, যারা সর্বাবস্থায় শূন্যতা কাটিয়ে ওঠার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। বিশেষ করে জীবনের তিনটি ক্ষেত্রে এই যোগ্য নেতৃত্বের অভাব অত্যন্ত ভয়াবহভাবে প্রকাশ পায়। এই তিনটি দিক হলো :

শাসকশ্রেণি

আজকের মুসলিম উম্মাহ যোগ্য শাসকদের ছায়া থেকে বঞ্চিত। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ঈমান, নেক আমল ও ঈমানি দূরদর্শিতা থেকে শত ক্রোশ দূরে। তাই একজন মুসলিম শাসকের আসল উদ্দেশ্য কী, শাসনের আদব কেমন হওয়া

উচিত, আর দায়িত্ববোধ ও আত্মমর্যাদার জায়গা থেকে শাসন কিভাবে করতে হয়—এসব ব্যাপারেও তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে পড়েছে। যেন সেই যুগ এসে গেছে, যার সংবাদ প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই দিয়েছিলেন,

يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ هُمْ شَرٌّ مِّنَ ٱلْمَجُوسِ

তোমাদের ওপর এমন শাসক আসবে, যারা অগ্নিপূজক থেকেও অধম ও নিকৃষ্ট হবে।[৯]

আরেক হাদিসে এসেছে,

يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ، أَوْ قَالَ: يَخْرُجُ رِجَالٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، مَعَهُمْ اَسْيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ

হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে, অথবা তিনি বলেছেন, এই উম্মাহ থেকেই শেষ জমানায় এমন লোক আসবে, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তারা সকাল শুরু করবে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে এবং সন্ধ্যা করবে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে।[১০]

হাদিসে এসেছে,

سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقُولُونَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَقَاحَمُوْنَ فِي النَّارِ كَمَا تَتَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ

অচিরেই আমার পরে এমন শাসক আসবে, যারা (কুফরি বা গোমরাহিপূর্ণ) কথা বলবে অথচ কেউ তাদের কথার উত্তর দেওয়ার সাহস করবে না। তারা জাহান্নামে এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেভাবে বানর প্রবেশ করে।[১১]

অপর হাদিসে এসেছে,

إِنَّ بَعْدِي أَئِمَّةً، إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ كَفَّرُوكُمْ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَرُءُوسُ الضَّلَالَةِ

৯. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১৮৯৩; তাবারানি, সহিহ, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।
১০. মুসনাদে আহমাদ, ৪৫/১২৪
১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাবারানি আল কাবির ওয়াল আওসাত ৫/২৩৬; রাবিগণ সিকাহ।

হজরত আবু বুরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার পর এমন শাসক আসবে—যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তারা তোমাদের কুফরি করতে বাধ্য করবে, আর যদি তাদের অবাধ্য হও, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করবে। তারা হবে কুফরের নেতা এবং গোমরাহির নেতা।[১২]

উলামায়ে কেরাম

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর থেকেই উলামায়ে কেরামের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। একজন আলেম যখন ইনতেকাল করেন, তখন তিনি নিজের সঙ্গে জ্ঞানের একটি অংশও নিয়ে যান। এইভাবে ধাপে ধাপে ইলম ও জ্ঞানের আলো কমতে থাকে। আজ আমরা এ দিক থেকে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

তোমরা জ্ঞান অর্জন করো এবং তা মানুষকে শেখাও। ফরায়েজের জ্ঞান অর্জন করো এবং মানুষকে তা শেখাও। কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো এবং মানুষকে তা শেখাও। কেননা আমি শিগগিরই মৃত্যুবরণ করব, আর জ্ঞানও ক্রমে উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন ফিতনা প্রকাশ পাবে, এমনকি দুই ব্যক্তি কোনো ফরায়েজের ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হবে, অথচ তাদের মধ্যে ফয়সালা করার মতো কাউকে পাবে না।[১৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

আল্লাহ তাআলা মানুষের বক্ষ থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলেমদের মৃত্যু দ্বারা ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি যখন কোনো আলেম বাকি থাকবে না, তখন মানুষ মুর্খ লোকদের নেতা

১২. মুসনাদে আবু ইয়ালা; তাবারানি; মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৫/২৩৮, সনদে কালাম আছে।
১৩. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইলম, ২৭৯

বানাবে। তারা তাদেরকে প্রশ্ন করবে এবং তারা ইলম ছাড়া ফাতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও বিভ্রান্ত করবে।[১৪]

সাম্প্রতিককালে এই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। একজন প্রকৃত আলেমের ইনতেকাল মানে শুধু একটি জানাজা নয়, বরং একটি দীপ্তমান প্রদীপ নিভে যাওয়া। আর আলো যখন একে একে নিভে যায়, তখন অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে মানুষ পথ হারিয়ে ফেলে।

আজকের যুগের উলামায়ে কেরাম জ্ঞান ও সাহস—এই দুটি গুণ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ইলমও তাদের থেকে অন্তরালে চলে গেছে। তবে কিছু আলেমকে আল্লাহ তাআলা ব্যতিক্রম রেখেছেন। ফলে প্রকৃত ইলম ও দীনি আত্মমর্যাদার অভাবই হক ও বাতিলকে মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে বাধা দিচ্ছে।

তবে কিছু সিংহপুরুষ এখনও অবশিষ্ট আছেন, যারা কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত ইলমের অধিকারী এবং ইলম ও সাহসশূন্য নন। আল্লাহ তাঁদেরকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখুন। কারণ এই ফিতনার যুগে মিম্বার ও মেহরাবে তাঁদেরকে খুব কমই দেখা যায়। বরঞ্চ তাঁদের অধিকাংশ হয়তো কারাগারে আছেন অথবা জিহাদের ময়দানে।

আধুনিক জ্ঞন-বিজ্ঞানের ধারকবাহক

আজকের অধিকাংশ মুসলিম বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী আধুনিক জ্ঞানের প্রকৃত হাকিকত বা বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নয়, কিন্তু তারা ঠিকই এর প্রতি আকৃষ্ট। তাঁদের মনে এমনভাবে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা গেঁথে গেছে , তারা এর পরিপূর্ণতার জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির একমাত্র পথ হলো, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমা সভ্যতার পূর্ণ অনুকরণ করা।

সম্ভবত এই তিনটি শূন্যতার (নেতৃত্ব, উলামা, বিজ্ঞানী) দিকেই ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ، قَالُوا : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَحُكْمٌ جَائِرٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ

১৪. সহিহ বুখারি, ৯৮

আমর ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার পর আমার উম্মতের ওপর তিনটি বিষয় নিয়ে খুব ভয় করি। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেগুলো কী? তিনি বললেন

১. কোনো আলেমের বিচ্যুতি বা পদস্খলন,
২. জালেমের শাসন,
৩. এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ।[১৫]

আরও একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আমি আমার উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি,

১. কোনো আলেমের গোমরাহী,
২. প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ,
৩. এবং অত্যাচারী শাসকের শাসন।[১৬]

দ্বিতীয় সমস্যা : ইসলামি শাসনব্যবস্থার পতন

আঞ্চলিক পর্যায় থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ শুধু যোগ্য নেতৃত্বের শূন্যতাই অনুভব করছে না, বরং এমন এক সংকটে পড়েছে যে, তারা সেই ব্যবস্থাকেও হারিয়ে ফেলেছে, যা অতীতে উম্মাহর ভেতর থেকে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করত এবং তাদের নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি গড়ে তুলত। যোগ্য নেতার অভাব হয়তো নতুন যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন পুরো নেতৃত্ব তৈরির কাঠামোই ধ্বংস হয়ে গেছে, যে কারণে এই অভাব পূরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইসলামি গুণসম্পন্ন নেতৃত্ব গঠনের একমাত্র ভিত্তি ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। এটি আজও অবশিষ্ট রয়েছে। যে বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে ইসলামি নেতৃত্ব গড়ে উঠত, এর চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু খেলাফতে রাশেদার যুগের পর, যখন ধীরে ধীরে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ কার্যত স্থগিত হয়ে যেতে থাকে, তখন সেই চারটি বৈশিষ্ট্যও বিলীন হতে থাকে। আজ সেগুলোর কোনো একটির চিহ্নও অবশিষ্ট নেই।

---

১৫. তাবারানি, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/২৩৯; এ হাদিসের সনদে কাসির ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুযানি জয়িফ, বাকি রাবিগণ সিকাহ।

১৬. মুসনাদে বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১/১৬৫